করোনা সংকটে শ্রমবাজার

কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার টেকসই উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের কৌশল পরিকল্পনা

BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

করোনা সংকটে শ্রমবাজার

কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা, লিঙ্গ সমতা
এবং সামাজিক নিরাপত্তার টেকসই উন্নয়নে
ট্রেড ইউনিয়নের কৌশল পরিকল্পনা

BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

করোনা সংকটে শ্রমবাজার

কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার টেকসই উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের কৌশল পরিকল্পনা

সার্বিক তত্ত্বাবধান
নজরুল ইসলাম খান
মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক, বিল্‌স

সমন্বয়
কোহিনূর মাহমুদ
পরিচালক, বিল্‌স

মূল প্রতিবেদন
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
এবং
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)

সম্পাদনা
মোঃ মনিরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, বিল্‌স

প্রকাশনা তত্ত্বাবধান
মামুন অর রশিদ
তথ্য কর্মকর্তা, বিল্‌স

ডিজাইন
তৌহিদ আহমেদ

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২১

মুদ্রণ
সংবেদ প্রিন্টিং প্রেস

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি-২০, রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২০২৮০, ৪১০২০২৮১
৪১০২০২৮২, ৪১০২০২৮৩, ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০
ই-মেইল: bils@citech.net
ওয়েবসাইট: www. bilsbd.org

মুখবন্ধ

বিশ্বব্যাপী চলছে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিল্প-উৎপাদন, অর্থনীতিসহ সকল কিছুর ওপর। বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চে সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাস সনাক্ত হয়। তারপর থেকে এর তীব্রতার মাত্রা কখনো কম, কখনো বেশী। করোনার কারনে শ্রম বাজার রয়েছে ব্যাপক সংকটে। শিল্প উৎপাদন এখনও স্বাভাবিক নয়। অনেক উদ্যোক্তাই ব্যবসায় ইতি টেনেছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এবং শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি। প্রচলিত সকল তথ্যসূত্রের হিসাব অনুযায়ী, মিলিয়ন-মিলিয়ন শ্রমিক তাদের চাকরি ফিরে পাওয়ার দিন গুনছে। স্বাভাবিক আয় কমেছে অনেক শ্রমিকের। দারিদ্রের হার ৯ থেকে ২২ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। শ্রমিকদের করোনা টিকা প্রদান ও চিকিৎসার সংকট ও সংশয় এখনো সমানভাবে বিদ্যমান। শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা আগেও ছিলনা, এখন এই সংকট যেকোন সময়ের চেয়ে প্রকট।

শিল্প সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধারই এখন মূখ্য, শিল্প সম্পর্ক হচ্ছে গৌণ। ট্রেড ইউনিয়নের স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং সময়মত নির্বাচন না হওয়ায় বেসিক ইউনিয়ন কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। অনেকে আবার শিল্প সম্পর্কের বাইরে মানবিক সহয়তা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন। অনেক ট্রেড ইউনিয়নই সদস্য সংকটে পড়েছে। করোনা মহামরীর এই সংকটকালে যেখানে শ্রম সংকট ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতির দ্রুত উত্তরণ দরকার। প্রচলিত কার্যক্রমের বাইরে ট্রেড ইউনিয়নের একটি ভিন্ন, কিন্তু বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রয়োজন। বিশেষ করে, শ্রমিক সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও আইনী প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে ট্রেড ইউনিয়নের জোরালো ভূমিকা প্রয়োজন। পাশাপাশি, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয়খাতে ট্রেড ইউনিয়নের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাড়ানো দরকার। এ লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক যোগাযোগ, আলোচনা, সমঝোতা এবং সামাজিক

সংলাপ যেমন বাড়ানো দরকার তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন নের্তৃবৃন্দকেও অনেক বেশী দক্ষ হতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তিত ভূমিকা ও কৌশল নির্ধারণই এই পুস্তিকাটির প্রধান উপজীব্য। বাস্তাবিকভাবে, এটি একটি জটিল কাজ এবং প্রক্রিয়া। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এ গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পাদন করেছে। এই পুস্তিকাটি মূল প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্তসার। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সাথে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তিত ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে কর্ম-কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্র, এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে কর্ম-কৌশল প্রণয়ণ করা হয়েছে। আশা করি, বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণে পুস্তিকাটি একটি মাইলফলক হবে।

নজরুল ইসলাম খান
মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক, বিল্‌স

মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ
চেয়ারম্যান, বিল্‌স

করোনা সংকটে শ্রমবাজার

কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার টেকসই উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের কৌশল পরিকল্পনা

পটভূমি

শ্রম ও শ্রমিক ইস্যুতে বৈশ্বিক এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ বা করোনার প্রভাব ব্যাপক। আইএলও'র একটি সাম্প্রতিক (২০২১)[১] হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে প্রায় ৭১% কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নারীদের কর্মসংস্থানের বিষয়াবলীতে করোনার প্রভাব পুরুষদের তুলনায় ১.৮ গুণ বেশী (ম্যাককিনস, ২০২০)[২]। ২০২০ সালে শ্রমিকের আয় বৈশ্বিকভাবে ৮.৩% কমেছে। বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রত্যাশিত ৮% এর বিপরীতে ২০২০ সালে কমে হয়েছে ৫.২% মাত্র। আনুমানিক হিসাবে, শুধুমাত্র ২০২০ সালে করোনার প্রথম ধাপে, বাংলাদেশে প্রায় ১১ মিলিয়ন শ্রমিক তাদের চাকরি হারিয়েছে। ২০২১ এর মার্চ থেকে শুরু হওয়া করোনার দ্বিতীয় অভিঘাতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে।

শ্রম ও শ্রমিক সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনে বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। শ্রম বাজার সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও আয় সুরক্ষা, বিরোধ নিষ্পত্তি, সামাজিক সুরক্ষা, দৈনন্দিন শ্রম ইস্যু, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা এবং মানবিক সহায়তার বিষয়সমূহে ট্রেড ইউনিয়নগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। আইএলও কর্তৃক ২০২১ সালে ১৩৩টি দেশে পরিচালিত

1. International Labour Organization (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition. At https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
2. McKinsey & Company (2020). COVID-19 and Gender Equality: Countering the Regressive Effects. Available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects#

একটি গবেষণায় দেখা যায়[৩], অন্যূন ১০৮টি দেশে শ্রম ইস্যুতে অনুষ্ঠিত সামাজিক সংলাপে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রম অধিকার এবং করোনাকালীন মানবিক সহায়তার বিষয়সমূহে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে।

আসলে, বর্তমানে একটি ভিন্ন পরিস্থিতি বিদ্যমান। শ্রম সম্পর্কের বিষয়সমূহ এখানে গৌণ। দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং শ্রমবাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার কাজটিই মূখ্য। সামগ্রিক বিবেচনায়, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের একটি পরিবর্তিত, কার্যকর এবং অর্থবহ ভূমিকা দরকার। ট্রেড ইউনিয়নের চলমান ভূমিকা বিশ্লেষণের পাশাপাশি শ্রম পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ পর্যালোচনা করা দরকার। এ কাজটিই এখানে করা হয়েছে। এটি বিল্‌স এবং সিপিডি এর একটি যৌথ গবেষণা। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মতামত নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে একগুচ্ছ নীতি প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সার্বজনীন কৌশল ও প্রস্তাবনা ছাড়াও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্র, এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র বিষয়ে নীতি প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টর ও শ্রমিক শ্রেণী: নীতিগত সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা

শ্রমিকের অসহায়ত্ব এবং ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি

বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তি প্রায় ৬৩.৫ মিলিয়ন। করোনা সংক্রমণ (দৈনিক ১৬০০) এবং হতাহতের গড় হার কম হওয়ায় শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। তবে, শ্রমিকের জীবনে করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যাপক। অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত প্রায় ৮৫ ভাগ শ্রমশক্তির চাকরি, মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহ একদমই অরক্ষিত। মাত্র ৪.২% শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। সার্ভিস সেক্টর ছাড়া কয়েকটি মাত্র সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায় যথা: পরিবহন, তৈরি পোশাক, নির্মাণ ও পাট সেক্টর। অসংগঠিত বিশাল এবং ব্যাপক শ্রমিক শ্রেণী কোনরূপ সুরক্ষা বলয়ের বাইরে।

---

3. International Labour Organization (2021). Global trend Analysis on the Role of Trade Unions in terms of COVID-19. Available at: https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_767969/lang--en/index.htm

শ্রম বাজারে করোনার সবচেয়ে বড় প্রভাব হচ্ছে শ্রমিকদের কাজ/চাকরি হারানো। অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন-এটুআই এর তথ্য মতে, করোনার শুরুর ধাক্কায় প্রায় ২০ মিলিয়ন শ্রমিক তাদের চাকরি হারিয়েছে। কাজ/চাকরি হারানোর পরিমান ক্রমান্বয়ে কমে আসছে যা নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

করোনার বিভিন্ন পর্যায়ে সেক্টরভিত্তিক কাজ/চাকরি হারানোর পরিসংখ্যান (মিলিয়ন)

সেক্টর	মার্চ-জুন ২০২০	আগষ্ট ২০২০	২০২০ এর শেষে	২০২১ এর শেষ ভাগে
এসএমই ও অনানুষ্ঠানিক খাত	১০	২.০	১.৫	০.৮
পরিবহন	৭	০.১	০.০১	০.০০৯
নির্মাণ খাত	১	০.০৫	০.১	০.০৩
আসবাবপত্র	০.৬	০.১	০.৩	০.১
তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাত	০.৫	০.১	০.১	০.০৭
চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা	০.৪১	০.০৫	০.০৪	০.০২
পর্যটন সেবা খাত	০.৩২	০.২৫	০.৫	০.৯
সাধারণ প্রকৌশল	০.৩	০.০৫	০.০২	০.০১
অভিবাসন	০.৩	০.০৬	০.১৪	০.৩
আবাসন এবং বাসস্থান নির্মাণ	০.০১৫	০.০১	০.০৩	০.০২
সিরামিক খাত	০.০০৪	০.০০৬	০.০০৩	০.০০৩
মোট	**২০.৪৪৯**	**২.৭৭৬**	**২.৭৪৩**	**২.৫৩২**

সূত্র: এটুআই[৪]

4. Access to Information (2020). Post Covid-19 Jobs and Skill in Bangladesh. Retrieved March 28, 2021. Available at: http://skills.gov.bd/files/frontend/resources/c7b0884f-1ae2-4753-b60d-4c1d59ef062b.pdf

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টর

ঝুঁকির মাত্রা এবং ক্ষতির প্রভাব বিবেচনায় শিল্প সেক্টর সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক) **উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টর:** উৎপাদন, নির্মাণ, পরিবহন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং ব্যক্তি সেবাখাত।

খ) **মাঝারি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টর:** অর্থ, গৃহস্থালি সেবা, আবাসন ও শিক্ষা খাত।

গ) **কম ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টর:** কৃষি, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ খাত।

করোনা মহামারি কিছু খাতে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করেছে যথা: ই-কমার্স, স্বাস্থ্য সেবা, এবং ঔষধ খাত। অনলাইন নির্ভর বিভিন্ন সেবা ব্যবসা যেমন দারাজ, পাঠাও, চালডাল, ফুডপান্ডা প্রভৃতি দেশজুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। বর্ধিত সেবার চাহিদা মেটাতে শ্রমিক নিয়োগ অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর তথ্যমতে, অনলাইন ভিত্তিক সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০২০ সালে শুধুমাত্র ঢাকাতে প্রায় ৩০,০০০ নতুন কর্মী নিয়োগ করেছে।

সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণী

শহর-ভিত্তিক দিনমজুর শ্রেণী বিশেষ করে নির্মাণ শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক সেবাখাতে কর্মরত শ্রমিক এবং পরিবহন খাতের শ্রমিকেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক সেবাখাতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে আছে গাড়ি চালক, রিক্সা শ্রমিক, নৌযান শ্রমিক, ছোট-খাট ব্যবসায় স্ব-নিয়োজিত শ্রমিক যেমন হকার, চা ও খাবার বিক্রেতা এবং মেরামত কাজে নিয়োজিত শ্রমিক প্রভৃতি। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে ঢাকা ও চট্রগ্রামে যথাক্রমে ৭৬% এবং ৫৯% শ্রমিকের চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বস্তিবাসীদের প্রায় ৭১% তাদের চাকরি হারিয়েছে। এটুআই এর মতে, লকডাউনকালে প্রায় ৪০% ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তার কোনরুপ ব্যবসা ছিলনা। নারী উদ্যোক্তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এশিয়া ফাউন্ডেশনের মতে, ১৭% নারী উদ্যোক্তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে।

মজুরির উপর প্রভাব

বিশ্ব ব্যাংকের (২০২০) তথ্যমতে, শ্রমিকের সার্বিক মজুরি প্রায় ৩৭% কমেছে, ঢাকাতে ৪২% এবং চট্রগ্রামে ৩৩%। শ্রমিকের চাহিদা কমে যাওয়া এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পের আয় কমে যাওয়া মজুরি হ্রাসের অন্যতম কারণ।

শ্রমিকের আয় ও দারিদ্র্য

প্রচলিত তথ্যসূত্রসমূহের (সিপিডি/সানেম/পিপিআরসি) দাবি মতে, করোনা পরবর্তীতে দেশে দারিদ্র্যের হার ৯% থেকে ২২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআইজিডি, কেয়ার বাংলাদেশ, সিপিডি এবং বিল্‌স এর পরিচালিত ভিন্ন-ভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, করোনাকালে নারীদের পুষ্টি গ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

শ্রমিকের হয়রানি

করোনাকালে শ্রমিকের হয়রানি বিশেষ করে নারী শ্রমিকের হয়রানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

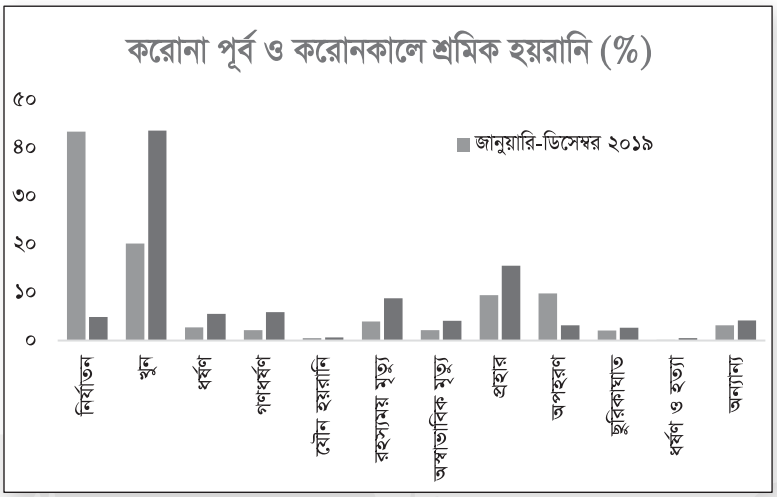

সূত্র: বিল্‌স ২০২০

শ্রমিকের অসহায়ত্ব লাঘবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

করোনা উদ্ভূত নানাবিধ অসহায়ত্ব নিরসনে সরকার এ যাবৎ মোট ১২৬,৮৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে সরাসরি শ্রমিক, এসএমই খাতের উদ্যোক্তা, স্বল্প আয়ের কৃষক ও ব্যবসায়ী, অভীষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, এবং বেকার ও দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ৪৪.৯৭৩ কোটি টাকা।

শ্রমিকের জন্য তারল্য ও আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা (কোটি টাকা)

প্রণোদনার নাম	প্রকারভেদ	বরাদ্দের পরিমান	মোট বিতরণ	প্রকৃত বিতরণ (শতাংশ, %)
রপ্তানিযোগ্য পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সহায়তার জন্য বিশেষ তহবিল	তারল্য সহায়তা	১০৫০০	১০৫০০	১০০%
ক্ষুদ্র ও মাঝারি (কুটির শিল্পসহ) উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সুবিধা প্রদান	তারল্য সহায়তা	২০০০০	১২৪০০	৬২%
কম আয়ের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প	তারল্য সহায়তা	৩০০০	৬৬০	২২%
ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (ভিএসবি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, পিকেএসএফ)	তারল্য সহায়তা	৩২০০	৯৯২	৩১%
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	তারল্য সহায়তা	২০০০	-	প্রযোজ্য নয়
কুটির শিল্পে সহায়তা (জয়িতা ফাউন্ডেশন, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিএসসিআইসি, প্রভৃতি এর মাধ্যমে)	তারল্য সহায়তা	১৫০০	০০	প্রযোজ্য নয়
লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ	আর্থিক প্রণোদনা	১২৫৮	৮৮০.৬	৭০%
ভাতা কর্মসূচিসমূহের আওতা বর্ধিতকরণ	আর্থিক প্রণোদনা	৮১৫	২৪.৪৫	৩%
রপ্তানিযোগ্য পোশাক এবং চামড়া ও পাদুকা খাতের বেকার/দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা	আর্থিক প্রণোদনা	১৫০০	০০	প্রযোজ্য নয়
সুবিধাবঞ্চিত বৃদ্ধ, বিপত্নীক এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য সহায়তা	প্রযোজ্য নয়	১২০০	-	প্রযোজ্য নয়
মোট		৪৪৯৭৩	২৫৪৫৭	৫৬.৬%

উৎস্য: সিপিডি (২০২১) এবং ডেইলি স্টার (২০২১)

করোনা ঝুঁকি মোকাবেলায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সামাজিক সংলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করোনাকালে আয়োজিত সামাজিক সংলাপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ত্রিপাক্ষিক আলোচনা, জাতীয়, খাতওয়ারী ও আঞ্চলিকভাবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও সমঝোতা, বিভিন্ন দাবীতে বিক্ষোভ-সমাবেশ প্রভৃতি।

ট্রেড ইউনিয়ন এর সরাসরি পরিচালিত কার্যক্রম

বিভিন্ন খাতের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সমন্বয়ে গঠিত শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ৯ দফা দাবীনামা পেশ ছিল সংগঠিত কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। দাবীসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাটকল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা, রাষ্ট্রীয় চিনিকলগুলোর আধুনিকীকরণ, বিমান ও রেলকে জনবান্ধব করা, করোনার কারণে বন্ধ কলকারখানা ও ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে জটিলতা নিরসন, শ্রমিকের জন্য করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের জন্য যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা, বিদেশী ক্রেতাদেরকে কেন্দ্রীয় তহবিলে চাঁদা দিতে উৎসাহ প্রদান, চিকিৎসা ও মিডিয়া সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বেসরকারিভাবে নিয়োজিত শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের জন্য ঝুঁকি ভাতার প্রবর্তন, এবং ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের তালিকা তৈরি ও যথাযথ পুনর্বাসন।

এছাড়া, শ্রমিক সংগঠনসমূহ শ্রমিকের দাবী-দাওয়া নিয়ে মিছিল ও সভা-সমাবেশ করেছে। কিছু ক্ষেত্রে সরকার, আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং ব্র্যান্ডদের আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ করে তাদের দাবীদাওয়া উত্থাপন করেছে।

বিল্‌স এর তত্ত্বাবধানে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত উদ্যোগসমূহ

বিল্‌স শ্রমিক ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা এ সকল

সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি সাধারণ অবস্থান পত্র তৈরি করে তা সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কর্মসংস্থান, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং অভিবাসী শ্রমিকদের ইস্যুসমূহ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ওয়েবিনার আয়োজন করেছে।

এছাড়া বিল্‌স উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য খাদ্য সহায়তা ও চিকিৎসা সামগ্রী (মাস্ক, হ্যান্ড সেনিটাইজার, ঔষধ, সাবান ইত্যাদি) বিতরণ করেছে।

সরকার পরিচালিত ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগসমূহ যেখানে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা রয়েছে

সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২৩টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর দাবী মতে তারা তাদের সাধ্যমত পরিদর্শন পরিচালনা করেছেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বেশ কয়েকবার ত্রিপাক্ষিক আলোচনার আয়োজন করেছে এবং পোশাক শ্রমিকদেরকে সংকটকালীন প্রথম ৪ মাসের প্রতি মাসে মূল মজুরির ৬০/৬৫ শতাংশ হারে মজুরি প্রদানে ঐক্যমত হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মাতৃত্বকালীন সুবিধার দিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে।

৫০ লক্ষ অসহায় পরিবারকে সহায়তার জন্য ১২৫৮ কোটি টাকার সরকারি বরাদ্দ সকল পক্ষের প্রশংসা লাভ করেছে। পূর্ণাঙ্গ তালিকার অভাব, দুর্বল বাছাই প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক ও পর্যবেক্ষণগত দুর্বলতার জন্য কর্মসূচীটি বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ৩০% বরাদ্দ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে কাজ করছে।

মোট কথা

সামাজিক সংলাপ প্রক্রিয়ার অগ্রগতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর তড়িৎ উদ্যোগে শ্রমিকের আয় সুরক্ষা, শ্রমিক ছাঁটাই এবং অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ শ্রমিকদের যাবতীয় হয়রানি বন্ধে ফ্যাক্টরীসমূহকে চাপে রাখা, এবং উদ্ভূত সমস্যায় ফ্যাক্টরীসমূহে যৌথ পর্যবেক্ষণ। সামাজিক সংলাপের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে, অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নই অকার্যকর। শ্রম অধিদপ্তরে

যে ৮০০০ ট্রেড ইউনিয়ন এর নিবন্ধন রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ২০০০ এর মত সচল আছে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের অনেকে আবার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, করোনাকালে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম আরো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অভিযোগ আছে, সরকার এবং মালিকপক্ষ শ্রম অধিকারের বিষয়সমূহে তেমন আন্তরিক নয়। শ্রমিকদের সাথে যথাযথ আলোচনা এবং পরামর্শ ছাড়াই বেশীরভাগ দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

২০২০ এর মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে এ যাবৎ প্রায় ৩০টির বেশী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। বিজিএমইএ, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল, ন্যাশনাল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এবং অন্যান্য একাধিক শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এ সকল দ্বিপাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। মজুরি, ভাতা, বোনাস, মার্তৃত্বকালীন ছুটি, শ্রমিক হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি ছিল মূল এজেন্ডা। মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ একে অপরকে ইতিবাচক ভূমিকার জন্য প্রশংসা করেছেন। পোশাক খাতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নগদ সহায়তা প্রকল্পে মালিকেরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। এ প্রকল্পের আওতায় পোশাক খাতের ৭৫০০ শ্রমিককে মাসে ৩০০০ টাকা করে তিন মাস পর্যন্ত দেয়া হয়। পোশাক খাতের ছাঁটাইকৃত ২৬,৫০০ শ্রমিককে পুনঃকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষ একটি সভায় দাবী করেছেন।

সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ

শ্রম আইন সংশোধন, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা, শ্রমিকের করোনা সচেতনতা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় শ্রম ইস্যুসমূহে সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন ও এনজিওদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আলোচনা অব্যাহত আছে।

অন্যান্য দেশে ট্রেড ইউনিয়ন কি করছে

আইএলও এর তথ্যমতে, অন্যূন ১০৮টি দেশে শ্রম ইস্যুতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক সামাজিক সংলাপে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এশিয়ার দেশগুলোতে এ হার তুলনামূলকভাবে বেশী। মানবিক সহায়তার বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতে মজুরি পরিশোধ এবং কারখানা খুলে দেয়ার বিষয়সমূহ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ত্রিপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। দেশব্যাপি ট্রেড ইউনিয়নসমূহ বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে। অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নের্তৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে পরে মুক্ত হয়েছেন। হাইকোর্ট এক আদেশে মালিকপক্ষকে মজুরি পরিশোধ এবং কারখানা খুলে দেয়ার বিষয়সমূহে চাপ প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

শ্রীলংকাতে জোরপূর্বক শ্রমিক ছাঁটাই না করার বিষয়ে সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী করোনাকালীন শ্রমিকরা তাদের মূল বেতনের ৫০% প্রাপ্ত হবেন। পাকিস্তানে শ্রমিকের ইস্যুতে ত্রিপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় নীতিসমূহে কর্মসংস্থান লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক নিরাপত্তা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২১-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রায় ১১ মিলিয়ন (৭.৮১ মিলিয়ন নতুন + ৩.৫২ মিলিয়ন অতিরিক্ত) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে যে সকল কৌশলের উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জোর দেয়া, কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা, কুটির-অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে গতিশীলতা বৃদ্ধি, সেবা সেক্টরের আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা, আইসিটি নির্ভর শিল্পদ্যোগ উৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের আওতা বাড়ানো। এ সকল লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন, রাজস্ব নীতিতে সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবর্তন আনয়ন, সঞ্চয় ও মূলধন আহরণ ভিত্তিক প্রবৃদ্ধির মডেল চর্চা, জ্ঞানচর্চা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা, বানিজ্য নির্ভর প্রবৃদ্ধিকে জোর দেয়া, এবং সহায়ক মুদ্রা বিনিময় নীতি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

লিঙ্গ সমতার বিষয়ে ৫টি প্রধান কৌশল বিবেচনা করা হয়েছে যথা: ক) নারীদের মানবিক গুণাবলীর উন্নয়নসাধন, খ) অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি, গ) সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, ঘ) সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং ঙ) মা ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচীর আওতা বাড়ানো। কৌশলগুলোর যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্যের মধ্যে ১০টি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়েছে যথা: ১) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি, ২) দেশে ও বিদেশে সরকারি এবং বেসরকারি উভয়খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৩) নারী উদ্দ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসা উন্নয়ন সেবা তরান্বিত করা, ৪) অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তির উন্নয়ন, ৫) নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ৬) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে

অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, ৭) তথ্য ও প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বাড়ানো, ৮) কৃষি ও শিল্পে উচ্চমানের কাজের ব্যবস্থা করা, ৯) সহায়ক কাজ, বিচারিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টি, এবং ১০) প্রচলিত সংকট ও ঝুঁকিসমূহে সুরক্ষা বৃদ্ধি।

সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিস্তারিত কর্মসূচীর উল্লেখ আছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতা বাড়ানো, এবং সংশ্লিষ্ট শাসন কাঠামোতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে, অংশীদারি পেনশন স্কিম, সামাজিক বীমা কর্মসূচী এবং কর্মক্ষম বয়সী মানুষের জন্য বীমা চালু করার নতুন কৌশল গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

খসড়া জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্র

তিনটি মূল স্তম্ভকে ভিত্তি ধরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ

১) **উৎপাদন বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান বাড়ানো:** ক) অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক নীতি চর্চা যেমন, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা, খ) প্রণোদনার নীতিসমূহে অসমতা দুর করে রপ্তানিমূখী অন্যান্য সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং গ) নীতি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন,

২) **কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক শ্রম বাজার নীতির বস্তবায়ন:** ক) শ্রমিকের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের নীতিসমূহ উন্নয়ন, খ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়সমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, এবং গ) নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

৩) **নিরাপদ অভিবাসন:** ক) দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর, খ) অভিবাসন ব্যয় কমানো, এবং গ) প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের তালিকা তৈরী।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র

জীবনচক্রকে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে ৫টি ভিন্ন কৌশলের প্রস্তাব করা হয়েছে যথাঃ ১) জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা যেমন শিশুদের জন্য সহায়তা, কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা, বয়স্কদের জন্য অবসর ভাতার ব্যবস্থা, শারীরিকভাবে অসামর্থ্য মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা, ২) সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী যেমন শহুরে দারিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, ৩) সমন্বিত খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী, ৪) সমন্বিত ক্ষুদ্র ও বিশেষায়িত কর্মসূচী এবং ৫) স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাত সহিবার সক্ষমতা তৈরি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় জাতীয় অগ্রাধিকারসমূহ

সরকার ১৬৯টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থেকে ৩৯+১ টিকে জাতীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে বেছে নিয়েছে। এদের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ১৪, ১৫, ১৬, ২১, ২২, এবং ২৩ কর্মসংস্থান, লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ সকল লক্ষ্যমাত্রায় জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করা, বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা, শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার ৫০ শতাংশে উন্নীত করা, বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণবিহীন যুবকদের হার ১০% এ নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাবিত নীতি কৌশলসমূহ

করোনা বা কোভিড-১৯ এর প্রভাবে শিল্প সম্পর্ক, শ্রম সম্পর্ক এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শোভন কাজের অভাব আরো প্রকট হয়েছে। শুধুমাত্র শ্রমিকদের সংগঠিত করা, যৌথ দরকষাকষি এবং নিয়ন্ত্রণের মত প্রচলিত কৌশলগুলো এ পরিস্থিতিতে অকার্যকর (কনর ক্রাডেন, ২০১১)। ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে শ্রম ইস্যুতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নীতি সংস্কারের বিষয়গুলোতে কাজ করতে হবে। আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষর শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে যেখানে ট্রান্সন্যাশনাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সর্বোপরি, সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় প্রকার শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করতে হবে।

এ সকল বিবেচনায় এখানে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে ৩টি ভিন্ন স্তরে কৌশল প্রণয়ন করে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। যথা:

ক. নীতি-কাঠামোর ফাঁকফোকর নিয়ে কাজ করা।

খ. স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় কাজ করা।

গ. বিভিন্ন সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম প্রসারণ ও জোরদার করা।

ক. নীতি-কাঠামোর ফাঁকফোকর নিয়ে কাজ করা

- দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহে যেমন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্র, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রভৃতিতে শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে প্রস্তাবিত রূপরেখা অনেক সময়ই বিষদ নয়। নীতিসমূহে উল্লিখিত শ্রমিকের বিষয়াদির বিষদ ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে ট্রেড ইউনিয়নের ভাল ধারণা ও বোঝাপড়া তৈরি ও সম্ভাব্য অংশগ্রহণের কৌশল প্রণয়নে কাজ করতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদী নীতিসমূহে উল্লিখিত শ্রমিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য, ত্রিপাক্ষিকভাবে আলোচনা করে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যৌথ

বিবৃতি প্রকাশ করা দরকার। এমনকি, সেক্টরভিত্তিক ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও যৌথ বিবৃতি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যেখানে টেকসই উন্নয়ন, শোভন কাজ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শ্রমিকের অধিকার এবং নারী অধিকারের বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

- **৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে করণীয়:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহে বৃহত্তর কৌশলের উল্লেখ থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ও সেক্টর পর্যায়ে বিষয়গুলো কিভাবে কাজ করবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা নেই। ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে কাজ করতে হবে। প্রথমত, অতি ক্ষুদ্র-কুটির-ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের আনুষ্ঠানিকীকরণের জন্য কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতনতা সৃষ্টিতে যেমন কাজ করতে হবে তেমনি আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে স্থানীয় সরকারের সাথে কাজ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্রমান্বয়ে সকল সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা ও বাস্তবায়নের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ড এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করতে হবে। তৃতীয়ত, ২০২৫-৩০ সালের মধ্যে শিশুশ্রম পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সাথে কাজ করতে হবে। আইএলও এর ন্যূনতম বয়স সনদ ১৩৮ স্বাক্ষরের দাবী জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে। চতুর্থত, স্বনিয়োজিত ও অন্যান্য শ্রমিকদেরকে আইটিসহ প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করাসহ সরকার ও মালিকদের সাথে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের জন্য কাজ করে যেতে হবে। পঞ্চমত, অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকার, এনজিও এবং বেসরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে হবে। ষষ্ঠত, আর্থিক প্রণোদনা কাঠামো শ্রমিক বান্ধব করা এবং তাতে কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করা এবং শ্রমিক হয়রানি ও শিশুশ্রম বন্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করতে হবে।

  নারী বান্ধব কর্মসংস্থান এবং কাজের পরিবেশ বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নিজস্ব কৌশলপত্র থাকতে হবে। বৃহত্তর শিল্পগোষ্ঠীর নারী বিষয়ক নীতিসমূহ প্রকাশ করা ও কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে। নারী শ্রমিকদেরকে হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। নারী শ্রমিকরা কিভাবে কার্যকরভাবে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করবে এ বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কমিটি ও বেসিক ইউনিয়নের সাথে কাজ করে

যেতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি ও কর্মসূচীসমূহে শ্রমিকের যথাযথ অন্তর্ভূক্তির জন্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করতে হবে। বেকারদের জন্য বীমা সুবিধা এবং ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের জন্য বেকার ভাতা সুবিধার জন্য জোড়ালোভাবে কাজ করতে হবে।

- **জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্রের আলোকে করণীয়ঃ** উৎপাদন, কর্মসংস্থান, বাজারজাতকরণ এবং পণ্য রপ্তানির সহায়ক প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত চাহিদা নিরুপণের জন্য স্থানীয়ভাবে জনসাধারণের সাথে পরামর্শ সভা আয়োজন করতে হবে। চাহিদা নিরুপণ করে তা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থান ও শ্রম বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প সঠিক সময়ে ও সঠিক মান বজায় রেখে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে যাচাইয়ের জন্য স্থানীয় নের্তৃত্বের সাথে যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- **জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের বিষয়ে করণীয়ঃ** প্রথমত, শ্রমিক, কর্মক্ষম বয়সী ও পিছিয়ে থাকা শ্রমজীবী এবং প্রতিবন্ধী শ্রমজীবীদের জন্য খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তাসহ অন্যান্য যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বেকারত্ব বীমা, ঝুঁকি বীমা ও স্বাস্থ্য বীমার বিষয়সমূহ নিয়ে সরকারের সাথে অব্যাহতভাবে দরকষাকষি করে যেতে হবে। বিশেষ করে, ঝুঁকি বীমার বিষয়ে মালিকপক্ষের সাথেও নিবিড় আলোচনা প্রয়োজন।

খ. স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় কাজ করা

- **চাকরি ও আয়ের নিরাপত্তার বিষয়সমূহে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও চুক্তি প্রণয়নঃ** করোনা সংকটকালীন সময়ে চাকরি ও আয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইনসাইডার ও কন্সেশনাল (সুবিধাদি ছাড় দেয়া) উভয় প্রকার ত্রিপক্ষীয় আলাচনায় গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমঘণ সেক্টর যেমন, তৈরি পোশাক, পরিবহন ও নির্মাণ খাতকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে যৌথ বিবৃতি প্রদানকে প্রধান্য দিতে হবে।
- **স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কর্মস্থলের সুরক্ষার বিষয়সমূহে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও চুক্তি প্রণয়নঃ** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরি করা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নের্তৃত্বে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য কার্যকর উদ্যোগ

গ্রহণ করতে হবে। আলোচনায় স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন কিভাবে হবে এবং বাস্তবায়ন না হলে কি শাস্তি হবে এ সকল বিষয়সমূহ নির্ধারণে গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া, করোনা আক্রান্ত শ্রমিকের ছুটি ও বিনা পয়সায় করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার বিষয়সমূহে গুরুত্ব দিতে হবে।

- **তরুণ, নারী, শারীরিকভাবে অসামর্থ্য ও প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের চাকরির নিরাপত্তার বিষয়সমূহে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও যৌথ বিবৃতি প্রণয়নঃ** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে টার্গেট করে আগাতে হবে। জাতীয় কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রেফারেন্স সহকারে বাজেট বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়সমূহে সুপারিশ পেশ করতে হবে। কাঙ্খিত লক্ষ্য হবে যৌথ বিবৃতি প্রদান।
- **শিল্পে আর্থিক সহায়তা বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও যৌথ বিবৃতি প্রণয়নঃ** করোনা সংকট উত্তরণে বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার পরিমান নির্ধারণ এবং সহায়তা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট বিকল্প কৌশল প্রস্তাবনা পেশ করা জরুরি। বিষয়সমূহের কারিগরি বিভিন্ন দিক নির্ধারণের জন্য ব্যাংক, এনজিও ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিপাক্ষিকভাবে আলোচনা করে যৌথ বিবৃতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- **বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়সমূহে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও চুক্তি প্রণয়নঃ** শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিসমূহের কার্যক্রম ও ভূমিকা বিষয়ে নিয়মিতভাবে উন্মুক্ত বিবৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় যৌথ বিবৃতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- **ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সামাজিক সংলাপের আয়োজনঃ** শিল্প-সম্পর্ক বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিল্প ও শ্রমিকের বিভিন্ন ইস্যু ও প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়ে মালিকপক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়ন মিলে সরকারের কাছে একটি যৌথ প্রস্তাবনা পেশের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি, শ্রমিক সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল এর মত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যৌথভাবে পরিচালনা করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

- **সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দ্বিপাক্ষিক পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়াতে হবেঃ** অসংগঠিত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ইস্যুসমূহকে এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে। সরকার ঘোষিত নগদ আর্থিক সহায়তা অনানুষ্ঠানিক ও প্রান্তিক শ্রমজীবীদের মাঝে পৌছে দেয়ার জন্য উদ্ভাবনী, কার্যকর ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে হবে।
- শ্রম আইন, আইএলও কনভেনশন ও অন্যান্য শ্রম অধিকার প্রতিপালনে ব্যত্যয় হলে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে এ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিকভাবে সরকারের সাথে একটি পরিষ্কার বোঝাপারায় উপনিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। বিল্‌স এক্ষেত্রে ডাইফ ও ডলকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে পারে।
- শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের বিষয়সমূহে করণীয় নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে দ্বিপাক্ষিকভাবে সরকারের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং সরকারকে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গ. বিভিন্ন সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম প্রসারণ ও শক্তিশালী করা

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকার ও মানবিক অধিকারের বিষয়সমূহে চুক্তি সম্পাদন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকার, মালিকপক্ষ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অব্যাহতভাবে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে, আইএলও এর ন্যুনতম মজুরি বিষয়ক সনদ সি-১৩৮ এবং হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক সনদ সি-১৯০ স্বাক্ষর এবং শ্রম আইন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার এবং ফ্যাক্টরীতে হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি ও সেফটি কমিটি বাস্তবায়নে সরকার যাতে পদক্ষেপ নেয় এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়নের কর্মপরিধি বাড়াতে সরকার যাতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে এ বিষয়ে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মপরিধি বাড়ানোর বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অগ্রসর হতে হবে।
- **শ্রমিকের শ্রম-অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরিতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবেঃ** ফ্যাক্টরী, সংগঠন এবং আদালতে অভিযোগ নিষ্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে সম্পাদনের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহকে শিল্প প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সঠিকভাবে জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- **অভিবাসী ও বিদেশ ফেরত অভিবাসী শ্রমিকদের ইস্যুসমূহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:** ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা যাতে আইনী সহায়তা পায় এ জন্য শ্রমিক গমনকারি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন, বিদেশ ফেরত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ভর্তুকি মূল্যে ঋণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে।
- কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ সম্প্রসারণের জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে।

BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০, রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২০২৮০, ৪১০২০২৮১, ৪১০২০২৮২, ৪১০২০২৮৩, ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০

ই-মেইল: bils@citech.net, ওয়েবসাইট: www. bilsbd.org